আজ প্রোডাকসনের

বলয়গ্রাস

পরিচালনা : পিনাকী মুখার্জী

আজ প্রোডাকসনের

বলয় গ্রাস

কাহিনী ও সংলাপ — **আশাপূর্ণা দেবী**

গীতিকার — **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

সঙ্গীত — **রাজেন সরকার**

চিত্রশিল্পী — **সুহৃদ ঘোষ**

শব্দযন্ত্রী — **শিশির চট্টোপাধ্যায়**

শিল্পনির্দেশ — **বটু সেন**

সম্পাদনা — **রবীন দাস**

রূপসজ্জা — **শৈলেন গাঙ্গুলী, দুর্গা চট্টোঃ**

ব্যবস্থাপনা — **জীতেন গল**

রসায়নাগারাধ্যক্ষ — **বিজন রায়**

প্রচার — **শচীন সিংহ**

স্থিরচিত্র — **ষ্টিল ফটো সার্ভিস্**

সরবরাহঃ **দীনেশ পাণ্ডে, কল্যাণ**

রূপায়ণে

সুচিত্রা, সুপ্রভা, মলিনা, শিখা, বুলবুল, রেনুকা, রাজলক্ষ্মী রাণীবালা, শোভা, পূর্ণিমা, রেবা, মাধুরী, বাণী, কমলা, ঊষা, আশা, নমিতা, পাহাড়ী, দীপক, নীতিশ, জীবেন, ভানু, অজিত, আশীষ, শ্যামল, খগেন, মনীন্দ্র, প্রসাদ ইত্যাদি

পরিচালনাঃ **পিনাকী মুখার্জী**

প্রযোজনাঃ **অর্ধেন্দু মুখার্জী**

পরিবেশনাঃ **আজ পিক্‌চার্স লিমিটেড**

★
★★

কাহিনী

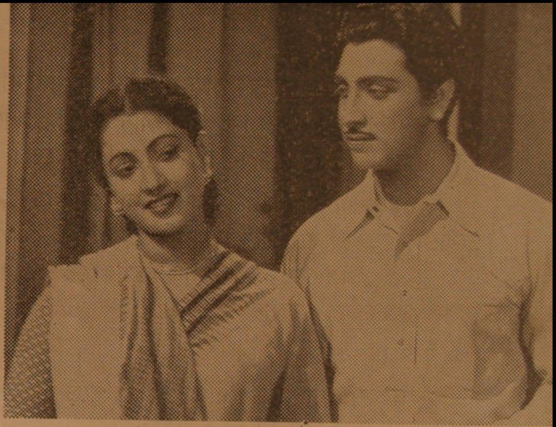

ক্রোধে আগুনের মতো জলে উঠলেন জমিদার-গৃহিণী মহালক্ষ্মী।

রূপে গুণে বংশে যতই সুপাত্র হোক জ্যোতিঃপ্রকাশ, ষ্টেট্ স্কলারশিপ্ নিয়ে সে যতই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাক জার্মাণিতে, তবু একথা মহালক্ষ্মী কী করে ভুলবেন যে সে তাঁরই সরকার মশায়ের ভাইপো!

না—অসম্ভব! জ্যোতিঃপ্রকাশের সঙ্গে কিছুতেই তিনি নিজের মেয়ে মণির বিয়ে দেবেন না। আট বছর বয়েস থেকে যদি ওদের মধ্যে প্রেম তিলে তিলে গড়ে উঠে থাকে, আজ তিনি গোড়াশুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলবেন তার। কোনোমতেই কুল-মর্যাদা তিনি নষ্ট হতে দেবেন না!

কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণে এমন পরাক্রমশালিনী মায়ের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে মণি। পালিয়ে যায় সরকার মশায়ের বাড়ীতে। মহালক্ষ্মীর সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে মণি আর জ্যোতিঃপ্রকাশের বিয়ে হয়ে যায়। আর তারই কয়েকদিন পরে জার্মাণি যাত্রা করে জ্যোতিঃপ্রকাশ।

মণি ফিরে আসে মায়ের কাছে।

বিয়ের খবর জানতে পারেন মহালক্ষ্মী। কিন্তু মেয়েকে তিনি ক্ষমা করেন না—সরকার মশায়ের হাজার অনুরোধেও একটি কথায় কর্ণপাত করেন না তিনি। এ বিয়েকে শুধু যে তিনি অস্বীকার করেছেন তা-ই নয়, পৃথিবীর আর কাউকে তিনি তা জানতেও দেবেন না। তারপরে চলে নতুন করে মণির বিয়ে দেবার চেষ্টা!

এমন সময় বজ্রপাতের মতো নেমে আসে একটি ভয়ঙ্কর সত্য। মণি সন্তান-সম্ভবা। কোথায় এ লজ্জা রাখবেন মহালক্ষ্মী—? বিয়েকে না হয় অস্বীকার করেন, কিন্তু সন্তান?

জীবনের কোনো ঝড়েই হাল ছাড়তে জানেন না মহালক্ষ্মী—পাথর দিয়ে গড়া তাঁর মন। লোক জানাজানি হওয়ার আগেই মণিকে আর সরকার মশায়কে নিয়ে তিনি চলে আসেন কাশীতে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজেছে ইয়োরোপে। সেই দুর্যোগের ভেতরে না আসে জ্যোতিঃপ্রকাশের কোনো চিঠি—না তার এতটুকু খবর। অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে মণির কোলে দেখা দেয় তার সন্তান।

ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে।

মহালক্ষ্মীর পাষাণ প্রাণে তবু আঁচড় পড়ে না এতটুকু। স্থির করেন অনাথ আশ্রমে সঁপে দেবেন মেয়েটিকে।

মণি আর সইতে পারে না। ভেঙে পড়ে আর্ত-কান্নায়।

—ওকে অনাথ-আশ্রমে দিয়ো না মা, অনাথ-আশ্রমে দিয়োনা। তারা ওকে বিষ খাওয়াবে—ওকে মেরে ফেলবে—একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠে মহালক্ষ্মীর মুখে।

—বেশ, রাখতে পারো ওকে। কিন্তু সর্ত থাকবে কোনোদিন তুমি ওকে নিজের মেয়ে বলে স্বীকার কোরবেনা—ওর পরিচয় কাউকে জানতে দেবে না—সবাই জানবে ও কুড়োনো মেয়ে—

আশ্চর্য জীবন—আশ্চর্য মানুষের ভাগ্য!

মহালক্ষ্মীর বংশের একমাত্র প্রদীপ মানুষ হয় দাসী তরুবালার কাছে। নাম তার টুনি। সবাই জানে ও তরুবালার মেয়ে। ভালো করে খেতে পায় না—পরণে ছেঁড়া জামা—অনাদর অযত্নে ধূলোর ভেতরে লুটিয়ে থাকে মাণিকের মতো!

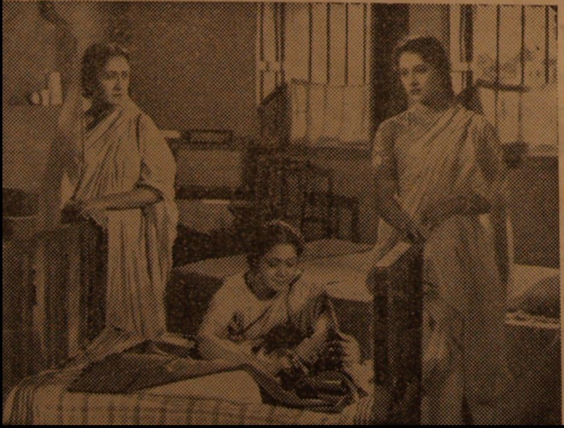

দোতলায় আসা টুনির নিষেধ। তার মা-কে সে জানে রাঙা মাসী বলে। তবু কী যে তার আশ্চর্য আকর্ষণ —রক্তে রক্তে কী দুর্বার টান। পালিয়ে পালিয়ে আসে মণির কাছে—দু'চোখ ভরে তাকে দেখতে চায়।

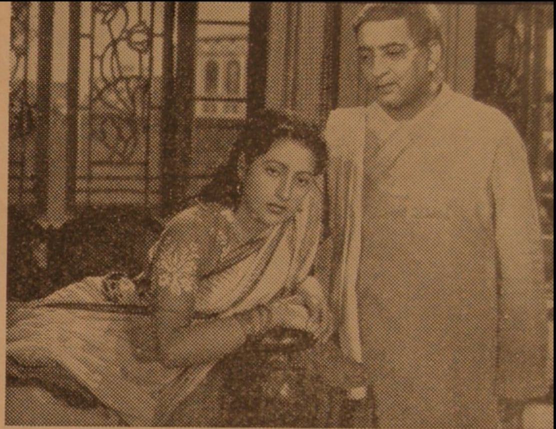

আর মণি?

নিজের সঙ্গে নিষ্ঠুর ছলনায় সে জর্জরিত হতে থাকে। টুনির অনাদর আর লাঞ্ছনা প্রতি মুহূর্তে শেল হয়ে বিঁধতে থাকে তার বুকে। পুড়ে খাক হয়ে যায় মায়ের প্রাণ।

চরম-কাণ্ড ঘটে একদিন।

মণির ঘরে আসার অপরাধে একদিন মহালক্ষ্মী নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেন টুনিকে। চীৎকার করে বলেন: দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—

সাত বছরের টুনি। তবু দুর্জয় তার অভিমান—সে যে মহালক্ষ্মীর বংশেরই মেয়ে। টুনি পথে নেমে যায়।

বিশাল সহর কলকাতা। বিপুল জনারণ্য! তার মাঝখানে ওইটুকু অভিমানিনী মেয়ে কোথায় যে হারিয়ে যায়—কে তার সন্ধান রাখে?

ইতিমধ্যে জার্মাণি থেকে কৃতী ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরেছে জ্যোতিঃপ্রকাশ। কোনো বাধা আর সে মানবে না তার মণিকে সে নিজের জীবনে তুলে নিয়ে যাবে সহধর্মিণীর মর্যাদায়।

টুনি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনে পাথরের বাঁধ ভাঙে মহালক্ষ্মীর। নেমে আসে অশ্রু আর অনুতাপের ধারা। জ্যোতিঃপ্রকাশের হাতে তিনি তুলে দেন মণিকে। তবু—

তবু স্বামী স্ত্রীর মিলনে কোথায় আজ আনন্দ? মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। তার করুণ শীর্ণ মুখ প্রতিমুহূর্তে যেন জবাব চায়, কেন তোমাদের অপরাধের সব ভার আমার ওপর চাপালে? আমি কী করেছিলাম তোমাদের? কী করেছিলাম?

খবরের কাগজ—রেডিয়ো—অবিশ্রাম অনুসন্ধান। একটি সাত বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়ে নিরুদ্দেশ। কিন্তু কোথায় টুনি?

চারিদিকের পৃথিবী থেকে শুধু তার দীর্ঘশ্বাসের ঝড় এসে লাগে মণি আর জ্যোতিঃপ্রকাশের বুকে। কিন্তু টুনি ফিরে আসেনা! কোনদিনই কি আসবে? সে যে বড়ো অভিমানিনী—বড়ো অভিমানিনী মেয়ে সে!

গান

★
★★

জীবন মোদের ফুলের মত বিকশিত কর প্রভু
তোমার কৃপায় অসীম আলোকে অন্তর ভর প্রভু,
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস কত রঙে রূপে ভরা,
তব মহিমায় কত সুন্দর এই যে বসুন্ধরা
প্রভাত পাখীর কণ্ঠে যে তুমি সুধা হয়ে ঝর প্রভু।
তোমার লীলায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ঐ হাসে
অসহায় যারা চিরদিনই তুমি আছ যে তাদের পাশে
সুখে ও দুখে তুমি যে মোদের অন্তরতর প্রভু ॥

সহকারী

পরিচালনায়

মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিবেক বক্সী, তুষার মিত্র

সঙ্গীতে

পান্না সেন, হিমাংশু বিশ্বাস

চিত্রশিল্পেঃ শান্তি গুহ

শব্দযন্ত্রেঃ ধরণী রায় চৌধুরী

সম্পাদনায়ঃ অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনায়ঃ গৌর, পরিমল

বুম্ ম্যানঃ সুধীর

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ

শান্তি সরকার, তারাপদ, আমেদ, মনোরঞ্জন

দৃশ্যাঙ্কনঃ কবি দাসগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জলু বড়াল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস
ইলা চট্টোপাধ্যায়, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রমর চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এ
আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সার্ভিসেস
ও
ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

আজ প্রোডাকসনের পরবর্তী চিত্র-সম্ভার !

সুমিত্রা দেবী, সুপ্রভা মুখার্জী
ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়
নীতিশ
জীবেন
দীপক
আরো অনেকে
এবং
প্রদীপ কুমার
অভিনীত
শশধর দত্ত'র
রহস্য-পূর্ণ
আলেখ্য

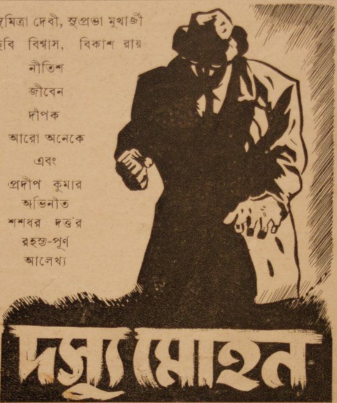

পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী * সঙ্গীত : রাজেন সরকার
চিত্রশিল্পী : সুহৃদ ঘোষ * শব্দযন্ত্রী : শিশির চ্যাটার্জী
শিল্প নির্দেশ : বটু সেন
(প্রোডাকসন নং ৭)

পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত **?**
(প্রোডাকসন নং ৮)

আজ পিকচার্স লিঃ ও আজ প্রোডাকসনের প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও আজ পিকচার্স লিঃ ৫৬নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
মূল্য দু' আনা